করোনা মোকাবেলায় ভিন্ন পথে তুরস্ক

বিশ্বের অধিকাংশ দেশ যেখানে লকডাউনে সেখানে তুরস্ক ভিন্ন পথে করোনাভাইরাস মোকাবেলা করছে। ব্যতিক্রমী এ লড়াইয়ে দেশটি আংশিক লকডাউন আরোপ করেছে। অর্থাৎ ২০ বছরের নিচে ও ৬৫ বছরের ঊর্ধ্বে বয়সীদের ঘরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বাকি নাগরিকরা অর্থাৎ যুবকদের কাজে বের হওয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এতে একদিনে অর্থনীতি চাঙ্গা থাকছে, অন্যদিকে করোনা সংক্রমণ কিছুটা হলেও এড়ানো সম্ভব হচ্ছে। তুরস্কের এ পন্থাকে অনেক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ স্বাগত জানিয়েছেন। খবর সিএনএনের।

গত ১০ এপ্রিল তুরস্কে হঠাৎ করেই আংশিক লকডাউন ঘোষণার পরপরই দোকানগুলোতে নাগরিকদের লম্বা লাইন পড়ে যায়। প্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে দোকানে দোকানে ভিড় করেন তারা। এ পরিস্থিতিতে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোগান জাতির উদ্দেশে ভাষণে বলেন, তুরস্ক তার নাগরিকদের সুরক্ষায় যথেষ্ট। এ সময় তিনি ২০ বছরের নিচে এবং ৬৫ বছরের ঊর্ধ্বে বয়সীদের ঘরে থাকার নির্দেশ দেন। এর বাইরে সব নাগরিককে কাজে ফিরতে বলেন। তুরস্কে ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলো বন্ধ। পণ্য ডেলিভারির শর্তে রেস্টুরেন্টগুলো খোলা।

পার্কের মতো জনসমাগমস্থলগুলো বন্ধ এবং ব্যাংকের কর্মঘণ্টা সীমিত করা হয়েছে। এর বাইরে কলকারখানা, নির্মাণ কেন্দ্র এবং অন্য ব্যবসাগুলো পুরোদমে খোলা।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আংশিক বিধি নিষেধে তুরস্ক সফল হতে পারে।

ব্রিটেনের ল্যানকাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরাস বিশেষজ্ঞ ডা. মুহাম্মদ মুনির বলেন, ‘এটি একটি বিকল্প কৌশল। দেশটিতে স্বাস্থ্যবান লোকেরা সংক্রমণের ঝুঁকি এড়িয়ে বাজারে যাচ্ছেন। কেউ কেউ আক্রান্ত হলেও চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ হচ্ছেন। এ কৌশলের কারণে আক্রান্ত অন্তত ৮০ শতাংশ ব্যক্তি সুস্থ হচ্ছেন।’

কেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরাস বিভাগের জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক ডা. জেরেমি রসম্যান বলেন, বিশ্বের অধিকাংশ দেশ পুরো লকডাউনে সেখানে তুরস্কে আংশিক লকডাউন। দেশটিতে আংশিক লকডাউন সফল হচ্ছে তা তাদের

কম আক্রান্তের সংখ্যায় বোঝা যাচ্ছে। এটি একইসঙ্গে দেশটির অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছে এবং সংক্রমণ কমছে।

তিনি আরও বলেন, কর্মস্থলে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং হাত জীবাণুমুক্ত রাখার মতো করোনা বিধি বাস্তবায়নের ওপরই এর সফলতা নির্ভর করছে। তুরস্ক করোনা আক্রান্ত শীর্ষ দশ দেশের তালিকায় নবম স্থানে রয়েছে। দেশটিতে এখন দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা চার হাজারের বেশি। বৃহস্পতিবার আক্রান্ত হয়েছেন চার হাজার ৮০১ জন। এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৭৪ হাজার ১৯৩ জন। তবে মৃত্যুহার খুবই কম। গত ২৪ ঘণ্টায় ১২৫ জন নিয়ে মোট মারা গেছেন এক হাজার ৬৪৩ জন। সূত্র-যুৃগান্তর

নারী চিকিৎসককে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন মালিক

করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কায় নোয়াখালীর সোনাইমুড়ীতে এক নারী চিকিৎসককে বাসা থেকে বের করে দিয়েছেন বাড়ির মালিক। ওই নারী চিকিৎসক সোনাইমুড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গাইনি বিভাগে কর্মরত।

নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী উপজেলার শিমুলিয়া গ্রামে এ ঘটনাটি ঘটেছে।

ভুক্তভোগী ডা. আসমা আক্তার জানান, সোনাইমুড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের গাইনি বিভাগের চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত। তারা সকলেই করোনাভাইরাস প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছেন এবং সরকার নির্দেশিত সকল নিয়ম কানুন মেনে সার্বক্ষণিক রোগীদের সেবা দিয়ে আসছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে সোনাইমুড়ী উপজেলার শিমুলিয়া গ্রামে রফিক মাস্টারের এলাকার মোহাম্মদ আলীর বাড়িতে তার ছোট বোনের পরিবারের সঙ্গে থাকেন। তার স্বামীর বাড়ি কুমিল্লায়। হঠাৎ দু’দিন আগে বাড়ির মালিক মোহাম্মদ আলী তাকে ডেকে নিয়ে আর ওই ভবনে যেতে নিষেধ করেন এবং তাকে অপমান অপদস্ত করেন।
বাড়ির মালিক মোহাম্মদ আলীর ধারণা তার বাইরে যাওয়া-আসার কারণে তারা করোনা আক্রান্ত হবেন।

এদিকে, যানবাহন বন্ধ থাকার কারণে যেহেতু কুমিল্লায় গিয়ে স্বামীর সঙ্গে থাকার সুযোগ নেই তাই বর্তমানে তিনি সোনাইমুড়ীতে একটি বেসরকারি হসাপাতালে কোনোভাবে দিন পার করছেন।

ওই চিকিৎসকের স্বামী জানান, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও থানার ওসিকে এ বিষয়টি অবহিত করেছেন। কিন্তু গত দু’দিনেও তারা কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

মোহাম্মদ আলী বলেন, আমি কোনো অপরাধ করিনি। ওই নারী যে চিকিৎসক আমি তা জানি না।’ সূত্র- বাংলাদেশ প্রতিদিন

হবিগঞ্জে বিপুল পরিমাণ টিসিবির তেল ও চিনির বস্তা উদ্ধার

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলার ইনাতগঞ্জ এলাকায় নোমান হোসেন নামে এক ব্যবসায়ীর দোকান ও পাশ্ববর্তী জগন্নাথপুর উপজেলার আলীগঞ্জ বাজারে গুদামের ভিতরে অবৈধভাবে মজুদ করে রাখা টিসিবির ন্যায্যমূল্যে বিক্রয়ের বিপুল পরিমাণ সোয়াবিন তেল ও চিনির বস্তা উদ্ধার করেছে নবীগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা প্রশাসন। এ সময় ব্যবসায়ী নোমান হোসেনের ভাই আমান, কর্মচারী লিংকন, সিরাজ, কালামও আবুল কালামকে আটক করা হয়।

বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে নবীগঞ্জের ইনাতগঞ্জ এলাকায় নবীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিশ্বজিত কুমার পাল ও জগন্নাথপুরের আলীগঞ্জ বাজারে জগন্নাথপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ইয়াসির আরাফাত অভিযান পরিচালনা করেন।

প্রশাসন জানায়, রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলার ইনাতগঞ্জ বাজারে নোমান হোসেন নামে এক ব্যবসায়ীর দোকানে অভিযান চালায় প্রশাসন। পরে ব্যবসায়ী নোমান হোসেনের ব্যবসায়ীক গোদাম পাশ্ববর্তী সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার আলীগঞ্জ বাজারে অভিযান পরিচালনা করা হয়।
এসময় গোদামের ভিতরে অভিনব কায়দায় লুকিয়ে রাখা টিসিবির ৫ লিটার

তেলের ১৯৬টি বোতল ও টিসিবির ৫০ কেজির ৭৩টি চিনির বস্তা উদ্ধার করা হয়। অভিযান চলাকালে ব্যবসায়ী নোমান মিয়া পালিয়ে যায়। তবে তার সহযোগী ৫ জনকে আটক করে পুলিশ। অভিযানের পর অসাধু ব্যবসায়ী নোমানকে গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে স্থানীয় জনসাধারণ।

নবীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিশ্বজিত কুমার পাল জানান, অবৈধ লাভের জন্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে টিসিবির ডিলারদের কাছ থেকে এসব পণ্য কম দামে ক্রয় করে মজুদ করে রেখেছিল অসাধু ব্যবসায়ী নোমান। তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নবীগঞ্জ এলাকায় এবং তার গোদাম জগন্নাথপুর উপজেলায় হওয়ায় পৃথক দুই উপজেলা প্রশাসন অভিযান পরিচালনা করে।
সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

কুর্মিটোলা হাসপাতালে চার শতাধিক নার্সের মানবেতর জীবন

ফাঁকা ওয়ার্ড, কেবিন, ওটি, ডরমেটরি ও মেঝেতে রাত্রিযাপন
বাজেট নেই অজুহাতে রোগীদের খাবার দেয়া হচ্ছে নার্সদের
বাসা থেকে জিনিসপত্র আনার পরও আবাসিক হোটেলে ঠাঁই হয়নি
নিম্নমানের পিপিই মাস্কে সংক্রমণ ঝুঁকিতে নার্সরা

রাজধানীর কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত চার শতাধিক নার্স মানবেতর জীবনযাপন করছেন। আবাসিক হোটেলে থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলেও, নানা অজুহাতে তাদের এখনও সেখানে ঠাঁই হয়নি।

দিনরাত রোগীদের সেবা দিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তাদের রাত্রিযাপন করতে হচ্ছে হাসপাতালের ফাঁকা ওয়ার্ড, কেবিন, পোশাক বদলানোর কক্ষ ও ডরমেটরিতে। অনেকের রাতে ঘুম না হলেও ভোরে উঠে ডিউটিতে যেতে হচ্ছে।

তাদের জন্য উন্নতমানের খাবার সরবরাহের প্রতিশ্রুতি থাকলেও আলাদা

কোনো বাজেট নেই, এমন অজুহাতে রোগীদের জন্য বরাদ্দ বাজেট থেকে রান্না করা খাবারই নার্সদের তিন বেলা খেতে দেয়া হচ্ছে। তাদের জন্য সরবরাহকৃত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীও (পিপিই) নিম্নমানের। শুধু তাই নয়, নার্সদের জন্য নেই এন-৯৫ মাস্ক। সাধারণ যে মাস্ক দেয়া হচ্ছে তাও নিম্নমানের।

কুর্মিটোলা হাসপাতালের একাধিক নার্স শুক্রবার জাগো নিউজকে জানান, কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে আমরা বাসা থেকে কাপড়-চোপড়সহ নিত্য ব্যবহার্য সব জিনিস নিয়ে ৪-৫ দিন আগে হাসপাতালে চলে আসি। আমাদের জন্য ডিউটি শেষে হাসপাতালের অদূরে রিজেন্সি হোটেলে রুম বুক করা হয়েছে বলে জানানো হয়। কিন্তু কয়েক দিন পেরিয়ে গেলেও সেখানে নেয়ার কোনো ব্যবস্থা হয়নি।

তারা আরও জানান, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মুখে শুনেছি, করোনা রোগীদের চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত নার্সরা থাকবেন শুনে ওই হোটেল কর্তৃপক্ষ রাজি হয়নি। পরে জানতে পারি গুলশানের একটি হোটেলে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু সেখানেও এখন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না।

তারা বলেন, করোনো রোগীদের শ্বাস-প্রশ্বাসসহ নানা সমস্যা থাকায় কর্তব্যরত নার্সদের শারীরিক ও মানসিক চাপ পড়ে। এ সময় সুস্থ থাকার জন্য প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার প্রয়োজন হলেও, তাদের ভালো খাবার সরবরাহ করার জন্য আলাদা বাজেট নেই, এমন অজুহাতে রোগীদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

নার্সরা জানান, রোগীদের যে খাবার দেয়া হয় তাদেরকেও তিন বেলা সেই খাবার দেয়া হচ্ছে। রোগীর খাবার খেয়ে তাদের অনেকেরই পেটও ভরছে না বলে জানান।

তারা আরও জানান, বর্তমানে হাসপাতালটির ওয়ার্ড ও কেবিনে প্রায় দুইশর মতো করোনা রোগী চিকিৎসাধীন। এছাড়া আইসোলেশন ওয়ার্ডেও রোগী রয়েছে। অথচ নার্সদের পিপিই দেয়া হচ্ছে না। কর্তৃপক্ষ বলছে, শুধুমাত্র যারা করোনা রোগীদের ওয়ার্ডে ডিউটি করবে তারাই পিপিই পরবে। কিন্তু ডেস্কে যারা রয়েছে তাদের পিপিই দেয়া হচ্ছে না। তবে এ মুহূর্তে সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সব নার্সেরই পিপিই প্রয়োজনে বলে মনে করেন তারা।

নার্সরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, করোনা রোগীদের চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত নার্সদের সমস্যা দেখার জন্য নার্সিং অধিদফতর থেকে

করোনা সেল গঠিত হলেও, সেলের কেউ তাদের খোঁজ নেন না। তাদেরকে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায় না।

স্বাধীনতা নার্সেস পরিষদ (স্বানাপ) ও বাংলাদেশ নার্সেস অ্যাসোসিয়েশনের (বিএনএ) একাধিক শীর্ষ নেতা জানান, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের নার্সদের আবাসিক ও খাওয়ার সমস্যা দ্রুত নিরসন না করলে করোনা রোগীদের চিকিৎসাসেবা ব্যাহত হবে।

তারা আরও বলেন, চিকিৎসকদের জন্য থাকা ও খাওয়ার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ তৎপর হয়ে ব্যবস্থা করলেও, নার্সদের ক্ষেত্রে বিমাতাসুলভ আচরণ করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের হাসপাতাল ও ক্লিনিক শাখার একজন কর্মকর্তার কাছে জানতে চোইলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি জানান, খুব দ্রুতই আবাসিক ও থাকা খাওয়ার সমস্যা সমাধান হবে। এর চেয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে তিনি অস্বীকৃতি জানান। জাগো নিউজ ২৪

করোনায় আরও ১৫ জনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ২৬৬

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১৫ জনের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে মহামারি করোনাভাইরাস। ফলে ভাইরাসটিতে এ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৭৫ জনের। করোনায় আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন আরও ২৬৬ জন। ফলে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল এক হাজার ৮৩৮ জনে।

শুক্রবার (১৭ এপ্রিল) দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়। অনলাইনে বুলেটিন উপস্থাপন করেন স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা। এতে নিজের বাসা থেকে সংযুক্ত হন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক ও আইইডিসিআরের পরিচালক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, করোনা শনাক্তে গত ২৪ ঘণ্টায় দুই হাজার

১৯০টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। এতে আরও ২৬৬ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে। ফলে দেশে মোট করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা হয়েছে এক হাজার ৮৩৮ জন। আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে মারা গেছেন আরও ১৫ জন। এতে মৃতের সংখ্যা হয়েছে ৭৫। আক্রান্তদের মধ্যে আরও নয়জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন, ফলে মোট সুস্থ হয়েছেন ৫৮ জন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রতিটি হাসপাতালে অক্সিজেনের ব্যবস্থা রয়েছে। যা করোনাভাইরাসের রোগীর জন্য বেশি প্রয়োজন। তবে করোনা আক্রান্তদের ৮০ শতাংশের বেশি রোগীর কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। অন্যদের অক্সিজেন সাপোর্ট ও কিছু ওষুধ লাগতে পারে।

জাহিদ মালেক বলেন, সারাদেশে এক সপ্তাহের মধ্যে আইসিইউ সাপোর্ট নিয়েছেন ২৭ জন। অর্থাৎ, প্রায় ১ দশমিক ৮ শতাংশ রোগী আইসিইউ সাপোর্ট নিয়েছেন। এই হারে ১০ হাজার রোগী যদি আইসিইউ সাপোর্ট নেন, তাহলে ১৮০টি ভেন্টিলেটর সাপোর্ট লাগবে।

আইইডিসিআর পরিচালক ডা. ফ্লোরা জানান, আক্রান্ত এক হাজার ৮৩৮ জনের মধ্যে বর্তমানে ভর্তি রয়েছেন প্রায় ৫০০ জন। আক্রান্তদের মধ্যে ৬৮ শতাংশ বাড়িতে ও ৩২ শতাংশ হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করছেন। তবে হাসপাতালে যারা ভর্তি হয়েছেন তাদের সবার ক্ষেত্রে ভর্তির প্রয়োজন ছিল না। সামাজিক চাপের কারণে তাদের বাড়িতে না রেখে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দিতে হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইনেও বলা আছে, কেউ চাইলে বাসায় থেকেই চিকিৎসা নিতে পারেন, এতে হাসপাতালের ওপর চাপ কম পড়বে।

তিনি জানান, আক্রান্তদের মধ্যে ৪৬ শতাংশই রাজধানী ঢাকার বাসিন্দা। এরপর ২০ শতাংশ নারায়ণগঞ্জের। এছাড়া গাজীপুর, চট্টগ্রাম ও মুন্সিগঞ্জেও করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। রাজধানীর মধ্যে এখন পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা মিরপুরে সবচেয়ে বেশি ১১ শতাংশ। করোনাভাইরাস প্রথমে টোলারবাগে শনাক্ত হলেও এখন তা মিরপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। এরপর মোহাম্মদপুর, ওয়ারী ও যাত্রাবাড়ীতে ৪ শতাংশ করে করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। এছাড়া ধানমন্ডিতে ৩ শতাংশ রোগী পাওয়া গেছে।

ডা. ফ্লোরা জানান, দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত মোট রোগীর বয়স বিভাজনে দেখা যায়, আক্রান্তদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ২১ শতাংশ ২১ থেকে ৩০ বছর বয়সী। ৩১ থেকে ৪০ বছর বয়সী প্রায় ১৯ শতাংশ এবং ৪১

থেকে ৫০ বছর বয়সী আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ১৫ শতাংশ। বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২১ থেকে ৫০ বছর বয়সী মানুষের মধ্যেই সংক্রমণের হার সর্বোচ্চ। নারী-পুরুষ বিভাজন দেখা যায়, ৬৮ শতাংশ পুরুষ ও ৩২ শতাংশ নারী আক্রান্ত হয়েছেন করোনায়।

বুলেটিন উপস্থাপনকালে করোনার বিস্তাররোধে সবাইকে বাড়িতে থাকার এবং স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়।

গত ডিসেম্বরের শেষ দিকে চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাস এখন গোটা বিশ্বে তাণ্ডব চালাচ্ছে। চীন পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দিয়ে উঠলেও এখন ভুগছে ইউরোপ-আমেরিকা-এশিয়াসহ বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল। এ ভাইরাসে বিশ্বজুড়ে আক্রান্তের সংখ্যা ২১ লাখ ৮৫ হাজার প্রায়। মৃতের সংখ্যা এক লাখ ৪৬ হাজারেরও বেশি। তবে সাড়ে পাঁচ লাখ রোগী ইতোমধ্যে সুস্থ হয়েছেন।

গত ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়। এরপর প্রথম দিকে কয়েকজন করে নতুন আক্রান্ত রোগীর খবর মিললেও এখন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে এ সংখ্যা। সবশেষ হিসাবে দেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা এক হাজার ৮৩৮। মারা গেছেন ৭৫ জন। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৫৮ জন।

প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে সাধারণ ছুটি ঘোষণার পাশাপাশি নানা সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে; যার মূলে রয়েছে মানুষে মানুষে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা। মানুষকে ঘরে রাখতে রাজপথের পাশাপাশি পাড়া-মহল্লায় টহল দিচ্ছে সশস্ত্র বাহিনী, র্যাব ও পুলিশ। জাগো নিউজ24

করোনা নিয়ে জন্ম হলো আরও এক শিশুর

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস নিয়ে জন্ম হলো আরও এক শিশুর। দক্ষিণ আমেরিকার দেশ পেরুতে প্লাসেন্টার (গর্ভের ফুল) মাধ্যমে মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় ওই শিশু করোনা আক্রান্ত হয়। কিন্তু ঐ শিশুর

মায়ের শরীরে করোনার কোনো উপসর্গ দেখা যায়নি। তাই শিশুটির শরীর যে প্রাণঘাতী এ ভাইরাস বহন করছেন সে ব্যাপারেও কোনো ধারণা ছিল না কারো।

জানা গেছে, গত ১৫ এপ্রিল দেশটির ময়োবম্বা শহরের আল্টো মায়ো হাসপাতালে ওই শিশুর জন্ম হয়। জন্মের পর তার শারীরিক অবস্থা ভালো ছিল। তবে হাসপাতালের চিকিৎসকরা পরীক্ষার মাধ্যমে জানতে পারেন, মা-শিশু দুজনেই করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। পরে তাদের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। এছাড়া গত দু-এক সপ্তাহের ভেতর ওই মায়ের কাছাকাছি যেসব আত্মীয়-স্বজন এসেছিলেন তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, এর আগে যুক্তরাজ্যে মায়ের গর্ভ থেকে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস নিয়ে এক শিশুর জন্ম হয়েছে। তবে করোনাভাইরাস আক্রান্ত প্রথম শিশু জন্ম হওয়ার ঘটনা পেরুতে এটাই প্রথম এবং বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয়। পেরুতে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে এখন পর্যন্ত দেশটিতে ১১ হাজার ৪৭৫ জন আক্রান্ত হয়েছে। এতে মৃত্যু হয়েছে ২৫৪ জনের। সূত্র-যুগান্তর

চোর শনাক্তে নতুন উদ্যোগ, সরকারি চালের বস্তায় থাকবে কোড নম্বর

এখন থেকে ওএমএস, খাদ্যবান্ধব ও ইপিওপিসহ বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় খাদ্য অধিদফতরের চালের বস্তার গায়ে বিশেষ কোড নম্বর দেয়া হবে। অমোচনীয় লাল কালির এই কোড নম্বরই বলে দেবে ওই চাল কোন জেলা, উপজেলা, এলএসডি বা কোন মিলের।

ফলে কোথাও চুরির চাল ধরা পড়লে কোড নম্বর দেখেই বোঝা যাবে কারা এর সঙ্গে জড়িত। বর্তমানে বস্তার গায়ে ‘শুধু খাদ্য অধিদফতরের জন্য তৈরি’ লেখা থাকে।

ফলে চুরির চাল কোন জেলা, উপজেলার বা কোন গুদামের তা কেউ স্বীকার করেন না। ধরা পড়ে না আসল আপরাধী। এখন থেকে তার সঙ্গে কোড নম্বরও লেখা থাকবে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে খাদ্য সচিব ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম সোমবার যুগান্তরকে বলেন, ‘আপনারা নিশ্চয় খেয়াল করছেন প্রচুর পরিমাণে সরকারি চালচোর ধরা পড়ছেন। এসব অপরাধের সঙ্গে স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি, খাদ্য বিভাগের কিছু অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী জড়িত।

চুরির চালের বস্তা ধরা পড়লেও সংশ্লিষ্টরা নানা অজুহাতে বলেন এটা তার গুদামের চাল নয়, অথবা পাশের উপজেলা বা জেলার। নানা ধরনের ফাঁকফোকর দিয়ে আসল অপরাধীরা বেরিয়ে যায়। এখন থেকে দেশের প্রতিটি জেলা, উপজেলা, সিএসডি, এলএসডির সুনির্দিষ্ট কোড নম্বর অমোচনীয় লাল কালিতে চালের বস্তার গায়ে লেখা থাকবে।

ফলে নম্বর দেখেই শনাক্ত করা যাবে এই চাল কোন গুদামের। ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আর এসব অস্বীকার করে পার পাবে না। আইনানুযায়ী তার শাস্তি হবে।’ এ সংক্রান্ত কিছু নির্দেশনা শিগগিরই জারি করা হবে বলেও জানান নাজমানারা খানুম।

ইতোমধ্যে খাদ্য অধিদফতর থেকে এ সংক্রান্ত নির্দেশনার চিঠি আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের (আরসি-ফুড) মাধ্যমে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের (ডিসি-ফুড) কাছে পাঠানো হয়েছে বলে একাধিক আরসি-ফুড এবং ডিসি-ফুডরা যুগান্তরকে নিশ্চিত করেছেন।

চিঠিতে বলা হয়েছে, গুদাম থেকে বিতরণ করা খাদ্যশস্যের বস্তায় ‘বিতরণকৃত’ স্টেনসিল ও সংগ্রহ নীতিমালা অনুযায়ী এলএসডি/সিএসডি, জেলা, পণ্য ও মৌসুমের নামসর্বস্ব স্টেনসিল প্রদানের নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এ নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না।

ফলে বিভিন্ন জেলায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর আটক করা ‘শুধু খাদ্য অধিদফতরের জন্য তৈরি’ বস্তা পাওয়া যাচ্ছে। তাৎক্ষণিকভাবে এ সব বস্তা কোন গুদামের তা নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে খাদ্য অধিদফতর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হচ্ছে, যা মোটেও কাম্য নয়।

সরকারি খাদ্যগুদাম থেকে ওএমএস, খাদ্যবান্ধব ও ইপিওপি খাতে বিতরণকৃত বস্তায় জেলা, উপজেলা, এলএসডি ও মিলের নাম সংবলিত কোড

নম্বর প্রদান করতে হবে অমোচনীয় লাল কালিতে। এ জন্য প্রচলিত বিধি-বিধান মোতাবেক আর্থিক ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, সব গুদামের পাক্ষিক মজুদ যাচাইয়ের লক্ষ্যে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকরা প্রতিটি উপজেলার উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ব্যবস্থাপক ও খাদ্য পরিদর্শক/কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক সমন্বয়ে কমিটি গঠন করবেন। কমিটি সরেজমিন এলএসডি/সিএসডি পরিদর্শন করে সংগ্রহ, ধান ছাঁটাই, ফলিত প্রাপ্তি, ইনভয়েস সূত্র প্রাপ্তি-প্রেরণ ও বিভিন্ন খাতে বিলি-বিতরণের তথ্য যাচাই করবে।

পরিদর্শনকালে খামাল কার্ড সূত্রে খামালের বাস্তব অবস্থান, খামালের উপরের স্তরের বস্তার সংখ্যা ও ওয়ারেন্টিসহ সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র যাচাই করতে হবে।

অতঃপর প্রতিটি খামালের বস্তা গণনা করে কমিটির যৌথ স্বাক্ষরে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের প্রতিস্বাক্ষর এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের প্রত্যয়নসহ প্রথম পাক্ষিকের মজুদ প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১৮ তারিখে এবং দ্বিতীয় পাক্ষিকের প্রতিবেদন প্রতি মাসের ৩ তারিখের মধ্যে খাদ্য অধিদফতরের মহাপরিচালকের কাছে আবশ্যিকভাবে পাঠাতে হবে।

চিঠিতে বলা হয়, বিতরণ করা খাদ্যশস্যের বস্তা আটক নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হলে সে সম্পর্কে জেলা/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক মহাপরিচালককে অবহিত করে তাৎক্ষণিকভাবে তদন্ত কমিটি গঠন করবেন। কমিটি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রশাসনের সহযোগিতায় ঘটনা তদন্ত করবে। ঘটনার সত্যতা ও এর সঙ্গে জড়িতদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামতসহ দুই দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবে। সূত্র-যুগান্তর

বগুড়ায় ঢাকাফেরত পুলিশ সদস্য করোনায় আক্রান্ত, উপজেলা

লকডাউন

বগুড়ার আদমদীঘিতে ঢাকায় কর্মরত এক পুলিশ কনস্টেবল (২৯) করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালের ল্যাব থেকে তার পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে।

উপজেলা প্রশাসন রাত ১২টা থেকে আদমদীঘি উপজেলা লকডাউন ঘোষণা করেছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা একেএম আবদুল্লাহ বিন রশিদ যুগান্তরকে এর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

আদমদীঘি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. শহীদুল্লাহ দেওয়ান জানান, আদমদীঘি উপজেলার নশরতপুর ইউনিয়নের শাওইল কাঞ্চনপাড়া গ্রামের জনৈক ব্যক্তির ছেলে ঢাকায় পুলিশ কনস্টেবল পদে চাকরি করেন। সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত হয়ে তিনি গত ১০ এপ্রিল মোটরসাইকেলে ঢাকা থেকে বাড়িতে ফেরেন। তিনি গত ১৩ এপ্রিল আদমদীঘি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বহির্বিভাগে চিকিৎসা নিতে আসেন। তখন চিকিৎসকদের সন্দেহ হলে তার শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। ওই নমুনা রামেক হাসপাতাল ল্যাবে পাঠানো হয়েছিল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সেখান থেকে পাঠানো রিপোর্টে ওই পুলিশ কনস্টেবলকে করোনাভাইরাস পচিটিভ উল্লেখ করা হয়।

আদমদীঘি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা একেএম আবদুল্লাহ বিন রশিদ জানান, ওই যুবক গত কয়েক দিন নিজ এলাকা ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করেছেন। তাই পুরো উপজেলা লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। পরিবারে স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো সদস্য নেই। তাই স্ত্রীসহ তাকে বগুড়া মোহাম্মদ আলী হাসপাতাল আইসোলেশন ইউনিটে পাঠানো হয়েছে।

বগুড়ার ডেপুটি সিভিল সার্জন ডা. মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন জানান, করোনাভাইরাস আক্রান্ত ওই যুবককে বগুড়া আইসোলেশনে আনা হয়েছে। সূত্র-যুগান্তর

যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় ২৪ ঘণ্টায় ৪৫৮১ জনের মৃত্যু

করোনাভাইরাসে যুক্তরাষ্ট্রে গত ২৪ ঘণ্টায় সাড়ে চার হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ভাইরাসটি মহামারী রূপ নেয়ার পর এটাই সর্বোচ্চ মৃত্যুর রেকর্ড।

সিএনএনের খবর বলছে, মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ২৪ ঘণ্টায় চার হাজার ৫৮১ জন মারা গেছেন।

নতুন এই হিসাবে কোভিড-১৯ রোগে সম্ভাব্য মৃতদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেটা আগে বাদ পড়েছিল। সপ্তাহখানেক আগে ১৩ মার্চ এক হাজার ৬৬৬ জন আক্রান্ত ও ৪১ জনের মৃত্যুর খবর দিয়েছিল সিএনএন।

হোয়াইট হাউস টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা আগেই হুশিয়ারি দিয়েছিল যে পরীক্ষা বাড়ানো হলে মৃতের সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে।

এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প করোনাভাইরাসের কারণে অচল হয়ে পড়া দেশের অর্থনীতিকে ফের চালু করতে তিন স্তর বিশিষ্ট একটি প্রস্তাবনা হাজির করেছেন।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হোয়াইট হাউসের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে সুপারিশ আকারে দেয়া এ প্রস্তাবনার বিস্তারিত তুলে ধরা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রকে ফের সচল করার এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষমতা থাকবে অঙ্গরাজ্যগুলোর গভর্নরদের। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের সহায়তা করবে।

ট্রাম্পের পরিকল্পনায় কম আক্রান্ত অঙ্গরাজ্যগুলোতে চলতি মাসেই লকডাউন তুলে নেয়ার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের বিধিনিষেধও ধীরে ধীরে তুলে নেয়া হবে।

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে করোনাভাইরাসের দাপট অব্যাহত থাকার মধ্যেই ট্রাম্পের এ প্রস্তাবনা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা চলছে। সূত্র-যুগান্তর

করোনা সংকটে অনাহারে মারা যেতে পারে ৩ কোটি মানুষ

বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাস মহামারী থেকে সৃষ্ট সংকটকালীন সময়ে বিশ্বজুড়ে ৩ কোটি মানুষ অনাহারে মারা যেতে পারে। এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছে জাতিসংঘের খাদ্য সহায়তা দানকারী শাখা বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি)। সংস্থা প্রধান ডেভিড বেসলে বলেছেন, দরিদ্রদের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা জাতিসংঘ করতে না পারলে না খেয়েই এই পরিমাণ মানুষের মৃত্যু হবে। তাতে তিন মাসে প্রতিদিন মরবে ৩ লাখ মানুষ। খবর দ্য গ্লোব অ্যান্ড মেইল এর।

তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন দেশের সরকারের আর্থিক সহায়তায় বিশ্বে অন্তত একশ মিলিয়ন মানুষের মুখে খাবার তুলে দেয় ডাব্লিউএফপি। তার মধ্যে অন্তত ৩০ মিলিয়ন মানুষ খাবার না পেলে অনাহারে মারা যাওয়ার ঝুঁকিতে আছে। জীবন বাঁচাতে হলে তাদের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার জেরে থমকে যাওয়া বিশ্বব্যবস্থায় গরিব মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য জাতিসংঘ তহবিল গঠন না করলে এই ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে।

সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ডেভিড বিজলে জানিয়েছেন, বিশ্বজুড়ে ১০ কোটি মানুষকে খাদ্য দেয়ার জন্য বিভিন্ন দেশের আর্থিক সহায়তার উপর নির্ভরশীল ডব্লিউএফপি। এদের মধ্যে ৩ কোটি মানুষের জীবন রক্ষার্থে ওই খাদ্য অপরিহার্য। করোনা ভাইরাসে বিশ্বের অর্থনীতি প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এমন অবস্থায় বিভিন্ন দেশের সরকার ডব্লিউএফপিতে অর্থায়ন কমিয়ে দিতে পারে। তেমনটা হলে, এর পরিণতি হবে হবে ভয়ানক। আমরা অর্থায়ন হারালে, অন্তত ৩ কোটি মানুষ না খেয়ে মারা যেতে পারে। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন